মানবকণ্ঠ
সোমবার ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, ২১ মাঘ ১৪২০

তারিখ 03 FEB 201
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৭

শিক্ষকদের অবসর ভাতা বিড়ম্বনা দূর হোক

সারাজীবন যারা শিক্ষার আলো ছড়িয়ে সুনাগরিক গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করেন, জীবন সায়াহ্নে তাদের সামনে কোনো আলোর শিখা থাকে কী? শিক্ষকরা সমাজে মানুষ গড়ার কারিগড় হিসেবে খ্যাত। এদেশের বেসরকারি শিক্ষকদের শেষ জীবনের চরম বিড়ম্বনার বিষয়টি বহুবিধ বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে। যে জাতি শিক্ষা ও শিক্ষকের মর্যাদা দিতে অবহেলা করে, তাদের উত্থান পদে পদে মুখ থুবড়ে পড়বে, সমাজের সর্বত্র নীতি-আদর্শের ধস নামবে, অনিয়ম-দুর্নীতিতে ছেয়ে যাবে—এটা খুব স্বাভাবিক একটি বিষয়। এর প্রতিফলন আমরা ইতোমধ্যে নানা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করছি। স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করা আর বছর শেষে সনদ অর্জন করার নাম শিক্ষা নয়। যে শিক্ষা মানুষের অন্তর্গত জগৎকে উজ্জ্বল হতে দেয় না, মমত্ববোধ, দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে না, সে শিক্ষা জাতিকে শুধু বিভ্রান্তই করবে; এগোতে দেবে না। ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে সহযোগী একটি দৈনিকে বেসরকারি শিক্ষকদের অবসর ভাতা পেতে যে দুর্ভোগের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা শুধু দুঃখজনকই নয়, লজ্জারও বটে।

প্রায় ৪৪ হাজার বেসরকারি শিক্ষক তিন দশকের শিক্ষাদান জীবন পার করে অবসর ভাতার জন্য আবেদন করে দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন। আবেদনের পর ইতোমধ্যে তিন-সাড়ে তিন বছর পার হয়ে গেলেও মিলছে না প্রাপ্য টাকা; বরং প্রতি পদে পদে শিক্ষকরা চরম দুর্ব্যবহার ও হয়রানির শিকার হচ্ছেন। বোর্ড সংশ্লিষ্ট অনেক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শিক্ষকদের ঘুষ প্রদানে বাধ্য করতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ফাইল থেকে ছিঁড়ে ফেলে আবার তা সংযুক্ত করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে এমন অভিযোগও খুব পুষ্ট। তাদের এ ধরনের স্বেচ্ছাচারিতার কারণে ইতোমধ্যে অনেক শিক্ষক অবসর ভাতা পাওয়ার আগেই যথাযথ চিকিৎসার অভাবে মারা গেছেন। বর্তমানে তাদের সন্তানরা বাবার প্রাপ্য অর্থ পাওয়ার জন্য ধরনা দিচ্ছেন। সারাদেশের ৬৪ জেলা থেকে প্রতিনিয়ত অবসরে যাওয়া শিক্ষকদের প্রত্যেকের একই দশা। বেসরকারি শিক্ষকরা মূলত অবসরের পর কোনো পেনশন ভাতা পান না। তাদের সুবিধার্থে ২০০৩ সালে 'বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড' গঠন করা হয়। কাজ শুরু হয় ২০০৫ সাল থেকে। বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী প্রতি মাসে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন থেকে অবসর ভাতা হিসেবে চার শতাংশ টাকা কেটে রাখা হবে এবং অবসর গ্রহণের পর জমাকৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ বোর্ডের পক্ষ থেকে যোগ করে তাদের দেয়া হবে। কিন্তু বছরের পর বছর ঘুরেও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা এই অর্থ হাতে পাচ্ছেন না। এর পেছনে বোর্ডের কতিপয় অসৎ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর দুর্নীতি এবং বোর্ডের আর্থিক সংকট দায়ী বলে প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষকদের অবসরকালীন প্রাপ্য অর্থের বিষয়টি এত দীর্ঘ সময় ধরে ঝুলে থাকতে পারে না। মূলত বোর্ড সংশ্লিষ্টদের আন্তরিকতা ও দায়িত্ববোধের অভাবই এই সংকটকে দীর্ঘায়িত করেছে। এ ধরনের স্পর্শকাতর একটি বিষয় এভাবে হেলা করা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। এর সঙ্গে জড়িতদের কঠোর শাস্তির আওতায় আনতে হবে এবং সরকার ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সব মহল বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবন করে ত্বরিত সমাধানের উদ্যোগ নেবে—এমন প্রত্যাশা সবার।

শিক্ষকদের অবসরকালীন প্রাপ্য অর্থের বিষয়টি এত দীর্ঘ সময় ধরে ঝুলে থাকতে পারে না। মূলত বোর্ড সংশ্লিষ্টদের আন্তরিকতা ও দায়িত্ববোধের অভাবই এই সংকটকে দীর্ঘায়িত করেছে। এ ধরনের স্পর্শকাতর একটি বিষয় এভাবে হেলা করা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়